পলিসি ব্রিফ
#১১৪/২০২২
জুন ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া 'বীরাঙ্গনা' মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে টিআইবি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার ফলাফল ২০২২ সালের ১৬ জুন প্রকাশ করা হয়। গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, এবং টিআইবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।[১]

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নির্যাতিতা এই নারীদের ২০১৫ সালে 'নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের কয়েক দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ। তবে শুরু থেকেই বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রাধান্যের ঘাটতি ও অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক অন্যান্য প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন হওয়ার কথা থাকলেও পুরো প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই জটিলতা, হয়রানি ও হতাশার সৃষ্টি করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এসব কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো।

সুপারিশসমূহ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো ঠিক করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও তরুণ প্রজন্মের নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে, যারা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করবে এবং তালিকাভুক্ত করতে সার্বিক সহায়তা করবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
২.	স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে গেজেটভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া হতে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তা/ ইউনিটকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ইউনিটের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

[১] দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/6482-2022-06-16-03-37-39

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	গেজেটভুক্তি হতে শুরু করে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আবেদন করার পর সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
৪.	সার্বিক তথ্য প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করে আবেদনের সত্যতা পাওয়া গেলে বীরাঙ্গনাদের জন্যে বিব্রতকর সাক্ষাৎকার পর্বটি বাদ দিতে হবে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
৫.	গেজেটে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্যগত জটিলতা এড়ানোর জন্য বিশেষকরে জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়স সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা), নির্বাচন কমিশন
৬.	বীরাঙ্গনাদের আবাসন সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিকানার শর্তটি বাতিল করতে হবে এবং অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন
৭.	সমাজে বীরাঙ্গনাদের সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ কাজে বীরাঙ্গনা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবদান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যম
৮.	স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯.	বীরাঙ্গনাদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে বীরাঙ্গনারা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার আদায়ের জন্য সসম্মানে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যম
১০.	বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তি হতে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষভাবে নজরদারি বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা), দুর্নীতি দমন কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh